সমকাল

তারিখ 22 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়

হারুন-অর-রশিদ

21 দিবস

আমাদের দেশে বিজ্ঞানভিত্তিক পড়াশোনার সঙ্গে কর্মজীবনের মিল সামান্যই। তাই বিজ্ঞানভিত্তিক পড়ালেখার প্রতি শিক্ষার্থীদের উৎসাহ থাকলেও তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছেন। একাডেমিক পড়াশোনার চেয়ে চাকরির পড়ালেখায় প্রাধান্য দিতে বাধ্য হচ্ছেন। তবে দক্ষিণ এশিয়ায় টেক্সটাইল বিষয়ে উচ্চশিক্ষার প্রাণকেন্দ্র বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় এ ক্ষেত্রে অনন্য। দেশে-বিদেশে টেক্সটাইল প্রকৌশলীদের যেমন রয়েছে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা, তেমনি রয়েছে উচ্চতর গবেষণার অপার সম্ভাবনা। ভারতীয় উপমহাদেশে টেক্সটাইল বিষয়ে পড়াশোনা শুরু হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে। আজকে যে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আলো ছড়াচ্ছে, সেটির জন্ম ১৯২১ সালে ঢাকার নারিন্দায় উয়েভিং স্কুল হিসেবে। উদ্দেশ্য ছিল বস্ত্রশিল্পে কারিগরি মানবসম্পদ গঠন। নারিন্দার সেই উয়েভিং স্কুলটি ১৯৫০ সালে ইনস্টিটিউট হিসেবে, ১৯৭৮ সালে কলেজ হিসেবে এবং সর্বশেষ ২০১০ সালের ২২ ডিসেম্বর একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকার তেজগাঁওয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো মনোটেকনিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মপ্রকাশ বিশ্বে বিরল।

১৯৫০ সালের দিকে পশ্চিমা দেশগুলোতে তৈরি পোশাক শিল্পের বিকাশ ঘটে। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক শিল্পের যাত্রা ষাটের দশকে শুরু হলেও রফতানিমুখী খাত হিসেবে এই শিল্পের উন্নয়ন ঘটতে থাকে সত্তরের দশকের শেষ দিকে। 'দেশ গার্মেন্টস'-এর উদ্যোক্তা নুরুল কাদের খানের প্রচেষ্টায় ১৯৭৮ সালে ১৩০ জন বাংলাদেশি একটি কোরিয়ান কোম্পানি থেকে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ লাভ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে তারা দেশে ফিরে এলে আশির দশকের গোড়ার দিকে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক নিয়মিতভাবে ইউরোপ ও আমেরিকাতে রফতানি হতে শুরু করে। বর্তমানে বাংলাদেশের রফতানি আয়ের ৮০ শতাংশ আসে তৈরি পোশাক শিল্প থেকে। প্রায় ৫০ লাখ লোকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে এই শিল্পের মাধ্যমে, যার ৮০ শতাংশই নারী। পোশাক শিল্প বাংলাদেশকে বদলে দিয়েছে। টেক্সটাইলের সঙ্গে জড়িত বিশ্বের প্রায় সব দেশ ধীরে ধীরে টেকনিক্যাল টেক্সটাইল ও স্মার্ট টেক্সটাইলের দিকে ধাবিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশে টেক্সটাইল সেক্টর বলতে মূলত পোশাক শিল্পকেই বোঝায়; কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মোটেও সে রকম নয় বরং ব্যাপক বিস্তৃত। যেমন ধরুন সৌরশক্তির কথা। চিন্তা করুন তো সোলার ফটোভোল্টেইক সেলটি যদি ফ্লেক্সিবল হতো, তাহলে কেমন হতো! তখন যে কোনো আকার, আকৃতি, ডিজাইন করা সম্ভব হতো, তাই না? সোলার সেলে ফ্লেক্সিবিলিটি নিয়ে আসতে টেক্সটাইল সেক্টরে উচ্চতর গবেষণার অবদান রয়েছে। তারপর ধরুন মানুষের কৃত্রিম রক্তনালি, লিগামেন্ট, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি তৈরিতে গবেষণা করছেন মেডিকেল টেক্সটাইলের লোকজন। জুট ফাইবারের কম্পোজিট দিয়ে অল্প খরচে টেকসই এবং পরিবেশবান্ধব গাড়ির বডি, ঢেউ টিন ইত্যাদি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে অবশ্য বাংলাদেশে বসেই। উল্লেখ করা যেতে পারে, বাংলাদেশে টেক্সটাইল সেক্টরে বর্তমানে প্রায় ১৭ হাজার দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কাজ করছেন। একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিশীলতার প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শুধু ট্রাডিশনাল টেক্সটাইল দিয়ে ব্যবসা চালানোর চিন্তাধারা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে শুধু বেসিক টেক্সটাইল প্রোডাক্টসের (মূলত পোশাক) ৫০০ বিলিয়ন ডলারের অধিক মূল্যের বাজার আছে। এর সঙ্গে টেকনিক্যাল ও স্মার্ট টেক্সটাইল যোগ করলে নিঃসন্দেহে বিশালাকার বাজারের ধারণা পাওয়া যাবে। বিশালাকার এই বাজারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে চাইলে দেশে টেক্সটাইল প্রকৌশলের কারিকুলাম আধুনিকায়নের পাশাপাশি নির্বিঘ্নে উচ্চতর গবেষণার সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে। এটা করা সম্ভব হলে বাংলাদেশ শুধু বিশ্বব্যাপী পোশাক শিল্পের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবেই পরিচিত হয়ে থাকবে না বরং টেক্সটাইল শিক্ষারও কেন্দ্রস্থলে পরিণত হবে আর তখন দুনিয়াজুড়ে পরিচিতি পাবে বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা
h_o_rashid@yahoo.com